শিক্ষকেরা প্রশিক্ষক হিসেবে প্যারা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন।

কর্মসূচি রূপায়ণের পরিকল্পনা, 1992
(Programme of Action (POA), 1992)

রামমূর্তি রিভিউ কমিটির সুপারিশ তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অপর যে কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত হয়, সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন তৎকালীন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. জনার্দন রেড্ডি। জনার্দন কমিটি রামমূর্তি কমিটির সংশোধিত খসড়া অনুমোদন করেন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি প্রগতিশীল ভারতে যাতে যথার্থভাবে আত্মপ্রকাশ করে সেজন্য কতকগুলি সুপারিশ করেন। জনার্দন কমিটির সুপারিশযুক্ত

সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতি, 1986, পার্লামেন্টে 1992 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে অনুমোদিত হয়। উক্ত চূড়ান্ত খসড়া রূপায়ণের জন্য যে কর্মসূচি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে, তাকে বলা হয় **Programme of Action (POA), 1992**। উক্ত POA, 1992 খ্রিস্টাব্দের মূল বিষয়গুলি হল—

① জাতীয় শিক্ষানীতি, 1986 খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা কাঠামোর বিন্যাস ছিল (10 + 2 + 3), যার প্রথম দশ বছরের বিভাজন ছিল (5 + 3 + 2)। উক্ত বিভাজন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে ছিল প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যিক কালব্যাপ্তি 5 বছর, উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তি 3 বছর এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের (High School) জন্য বরাদ্দ ছিল অবশিষ্ট 2 বছর।
উক্ত কাঠামো বজায় রেখে জনার্দন কমিটির সুপারিশে বলা হয়েছিল +2 স্তরকে অর্থাৎ XI এবং XII স্তরটিকে সারা ভারতে বিদ্যালয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

② বিদ্যালয় ছুট শিক্ষার্থীদের সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করে জনার্দন কমিটির সুপারিশে বলা হয় ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি, 1986 খ্রিস্টাব্দে বলা হয়েছিল যে, 1995 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 14 বছর বয়স পর্যন্ত এ দেশের সকল শিক্ষার্থীকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিতে হবে, সেখানে 1992 খ্রিস্টাব্দের রূপায়ণ সূচিতে বলা হয়, একটি জাতীয় মিশন চালু করে, একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের পূর্বে 14 বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিতে হবে।

③ জাতীয় শিক্ষানীতি, 1986 খ্রিস্টাব্দে বলা হয়েছিল যে, 1990 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের (Higher Secondary) 10% শিক্ষার্থীকে এবং 1995 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 25% শিক্ষার্থীকে বৃত্তিশিক্ষা দিতে হবে। জনার্দন কমিটির সুপারিশে উক্ত সময়সীমা বৃদ্ধি করে যথাক্রমে 1995 খ্রিস্টাব্দ থেকে 2000 খ্রিস্টাব্দ করা হয়।

আত্মপ্রত্যয়, আত্মনিষ্ঠা, আত্মতুষ্টি বৃদ্ধি করতে বৃত্তিশিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ যাতে চাকরি পায় বা স্বনির্ভর প্রকল্পে যুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

রিভিউ কমিটির কিছু সুপারিশ
(Some Recommendations of the Review Committee)

● **রিভিউ কমিটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি হল—**

① শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের (Fundamental Right) স্বীকৃতি দান।
② বয়স্ক সাক্ষরতা বিষয়ে কিছুটা নরম মনোভাব পোষণ করা হয়।
③ সংবিধানের 45নং ধারাটির পরিসর বৃদ্ধি করা।
④ মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমুখীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।
⑤ উচ্চ শিক্ষাস্তরে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন।
⑥ নবোদয় বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তিনটি বিকল্প পথের নির্দেশনা দান।

● **The Central Advisory Board of Education (CABE) কমিটি ঃ** The Central Advisory Board of Education, (CABE) কমিটি বৃত্তিমুখী শিক্ষা, National Council of Higher Education, (NCHE), All India Council for Technical Education, (AICTE), অর্থাৎ, সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পরিষদ, বিষয়ে নীতিগত ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার সুপারিশ করে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার কল্পে Participatory Micro Planning and School Mapping-এ সমস্ত বিষয় প্রয়োগ করার উপরে জোর দেওয়া হয়।

● **স্কুলছুট এবং রিটেনশন (Dropout and Retention)** ঃ নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে বিদ্যালয় ছুট শিক্ষার্থীদের সমস্যা নিরসন করে তাদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার (Retention) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। 1995 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 14 বছর বয়সি সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে Central Advisory Board of Education, (CABE), Programme of Action, (POA) পুনর্বিবেচনা করে আরও সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে The Village Education Committee (VEC), Participatory Microplanning and School Mapping বিষয়ে নতুন ধারণা দেয়।

পরিবর্তিত জাতীয় শিক্ষানীতি, 1992
(Revised National Policy on Education, 1992)

রামমূর্তি কমিটির এবং জনার্দন কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় অর্জুন সিং পার্লামেন্টে জাতীয় শিক্ষানীতির কিছু পরিবর্তন করার প্রস্তাব রাখেন, যাকে বলা হয়, "National Policy on Education, Revised Policy Formulation, 1992."

ওই পরিবর্তিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে, 1986 খ্রিস্টাব্দের শিক্ষানীতির মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে যে দুটি নতুন স্তবকের সংযোজন ঘটানো হয়েছিল, সেগুলি হল—

① বর্তমানে দক্ষ কর্মীর চাহিদা ক্রমবর্ধমান; সেই দিক বিবেচনা করে বৃত্তিমূলক শিক্ষার পরিকল্পিত রূপ দিতে হবে।

② কর্মীদের অভাব অভিযোগ দেখার জন্য যেমন—Tribunals আছে, তেমনি শিক্ষকদের অভাব অভিযোগ বিচার বিবেচনা করার জন্য Educational Tribunal গড়তে হবে।